তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

'জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির' প্রস্তাব প্রসঙ্গে

গত ১৯ সেপ্টেম্বরের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'সরকারি চাকরির বয়সসীমা ৬০ বছর' শীর্ষক খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তৎসঙ্গে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময়সীমা ১৫ বছর (৬৪ শতাংশ পেনশন সুবিধা গ্রহণে) এবং ২০ বছর (১০০ শতাংশ পেনশন সুবিধা গ্রহণে) করার জন্য 'জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির' সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়েছে দেখে খুশি হলাম। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত চাপা ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারছি না।

১৯৮১ সালের পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে যোগদানকারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক পেনশন পদ্ধতি চালু করা হয়। সেই অনুযায়ী একজন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ২৫ বছর চাকরি করতে হবে। এক্ষেত্রে চাকরির সময়সীমা যদি ২৫ বছরের কম হয়, তবে চাকরি থেকে পদত্যাগ করলে তাকে প্রায় শূন্য হাতেই বাড়ি ফিরতে হবে, যা সম্পূর্ণই অমানবিক এবং অগণতান্ত্রিক। মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে গণতান্ত্রিক একটি দেশে নিয়মটি স্ববিরোধী বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ, একজন কর্মকর্তা তার যোগ্যতা বলে আরো ভালো বেতনে অন্যত্র চাকরি পেতে পারেন, বা অনেক মহিলার পারিবারিক সমস্যা থাকার দরুন চাকরি থেকে অবসর নিতে পারেন, বা কেউ হয়তো চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে নিজের পেশাকে অন্য খাতে নিতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যেহেতু ২৫ বছরের পূর্বে চাকরি থেকে অব্যাহতি নেওয়ায় সে কিছুই পাবে না সেই কারণে তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকরি নামক ঘানিটি টেনে যেতে হচ্ছে। এতে ওই কর্মকর্তাটির কাছ থেকে কাজ আশা করা গেলেও ভালো কাজ আশা করা যায় না। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির চেয়ে ক্ষতিই হচ্ছে বেশি।

বিগত বছরে ৬৪ শতাংশ বেনিফিটে ১৫ বছরে এবং ৮০ শতাংশ বেনিফিটে ২০ বছরে স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রস্তাব উথাপিত হলেও তা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের দেশে প্রতিবছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করে বেকার হয়ে পড়ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ২৫ বছর পূর্তির আশায় যেসব কর্মকর্তা চাকরি চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের আনুপাতিক হারে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সুযোগ দিলে এই শূন্যস্থান পূরণে অনেক বেকার সমস্যার সমাধান হবে। অপরদিকে শ্রমের গতিশীলতা থাকলে প্রতিষ্ঠানও উপকৃত হবে। আর 'দক্ষ জনশক্তি চলে যাবে' বলে যে কথাটি রটানো হয়েছে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বর্তমান প্রজন্মের যেসব ছেলেমেয়ে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে বেরোচ্ছে তারা তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন দিক থেকে দক্ষ। এসব সরকারি প্রতিষ্ঠানে/ব্যাংকে স্বল্প সময়ে কাজ করলেই তারা ওই কাজে দক্ষ হয়ে যাবে। সুতরাং বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মান সম্পর্কে অবমূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই অগণতান্ত্রিক, জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়ে দেওয়া নিয়মনীতির পরিবর্তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করি। তাই চাকরিতে যোগদানের সময়সীমা ৩৩ বছর করা এবং চাকরিকাল ৬০ বছর করার পাশাপাশি বাধ্যতামূলক পেনশন পদ্ধতি বাতিল করে চাকরির বয়সসীমার আনুপাতিক হারে আর্থিক সুবিধা প্রদানপূর্বক স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের সুযোগদানের ব্যবস্থা করা হোক।

গীতা সরকার,
ব্যাংক কর্মকর্তা, ঢাকা।